তারিখ ... 27 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

বেসরকারি শিক্ষা কমিশন হবে কবে?

শিক্ষক নিয়োগ | মোহসিনা হোসাইন

শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিস্তর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেধা ও যোগ্যতার বালাই নেই। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ পান অযোগ্যরাও। স্বাভাবিকভাবেই ছিটকে পড়েন অসংখ্য মেধাবী প্রার্থী। দুর্নীতি কমাতে ২০০৫ সালে নতুন আইন করে আবেদনের পূর্বশর্ত হিসেবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এ আইনের পর কেবল নিবন্ধিতদের আবেদনের সুযোগ থাকায় তুলনামূলক মেধাবীরা বিবেচনায় এলেও প্রশ্ন থেকেই যায়! নিয়োগের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকায় ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে হরহামেশাই ওঠে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন হয় প্রকাশ্যেই। মানদণ্ড হিসেবে মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় অর্থ, প্রভাব ও রাজনৈতিক আনুগত্য। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যোগ্য শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। নেহাত এ কারণে ছাত্রছাত্রীরাও গুণগত শিক্ষা পাচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) আদলে বেসরকারি শিক্ষা কমিশন গঠন অনেক দিনের দাবি। জাতীয় শিক্ষানীতি ও খসড়া শিক্ষা আইনেও একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে এমন একটি কমিশন গঠনের উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে বছরখানেক ধরে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এনটিআরসিএ বিলুপ্ত করে এর বদলে 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' (এনটিএসসি) গঠন করা হবে।

অবশ্যই এটি একটি শুভ উদ্যোগ। তবে নতুন নিয়ম কার্যকর হলে শিক্ষক নিয়োগে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির দৌরাত্ম্য বন্ধ হলেও অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করা হবে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ! আর যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে এই নতুন উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করছে পদ্ধতিটির সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নের ওপর।

সারাদেশে প্রায় ১৯ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাড়ে তিন হাজার কলেজ ও সাড়ে নয় হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন কমিশন গঠনের সঙ্গে বদলে যাবে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি। প্রতিবছর জেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করা হবে। এর ভিত্তিতে পরীক্ষা আহ্বান করা হবে। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে উত্তীর্ণদের নিয়োগের সুপারিশ করবে কমিশন। বর্তমান নিয়মে এনটিআরসিএ কেবল নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণদের সনদ দিয়ে থাকে।

নিয়ম পরিবর্তিত হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিবন্ধন সনদই হবে চূড়ান্ত। সেই অর্থে বলতে গেলে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠিও পরিচালনা কমিটি বা স্কুল কর্তৃপক্ষ আর কোনো পরীক্ষা নিতে পারবে না। নতুন এ পদ্ধতি চালু হলে বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি একচ্ছত্র ক্ষমতা হারাবে। কিন্তু নিবন্ধন পরীক্ষার মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দেবে পরিচালনা কমিটিই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের কড়া মনিটরিং থাকতে হবে।

নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে মেধাতালিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, তা দেখভালের ভার দিতে হবে কমিশনকে।

একটি সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। নিবন্ধনের বেলায় মৌখিক পরীক্ষার বালাই ছিল না, একই দিনে নেওয়া হতো এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষা। নতুন নিয়মে পরীক্ষা হবে প্রাথমিক বাছাই (প্রিলিমিনারি), লিখিত ও মৌখিক– এই তিন দফায়। নিবন্ধন পরীক্ষায় শতকরা ৪০ নম্বর পেলেই পাস বলে ধরা হয়। কমিশনের প্রস্তাবনায়ও সব ধাপের পরীক্ষায় পাস নম্বর ধরা হয়েছে ৪০। নিবন্ধন পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল আবেদনের যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে, নিয়োগ পরীক্ষা হিসেবে নয়। তাই গত বছরগুলোতে যারা এ পরীক্ষায় উতরে গেছেন, সেটি চাকরির যোগ্যতা হিসেবে ধরা যাবে কিনা বা নিবন্ধন সনদের কী হবে এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

যত দ্রুত সম্ভব বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা দরকার। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও যোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও নিয়মনীতির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এই কমিশন গঠনের কথা বলেছেন। গত এপ্রিলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, শিক্ষক নিয়োগে আরও স্বচ্ছতা আনতে এবং মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ও খসড়া শিক্ষা আইন অনুযায়ী নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

গত বছরও এমন একটি ঘোষণা এসেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। কিন্তু উদ্যোগ কেবল ঘোষণাতেই আটকে আছে। এরই মধ্যে দ্বাদশ নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, পরীক্ষা শেষে প্রিলিমিনারি পর্বের ফলও প্রকাশ করা হয়েছে সম্প্রতি। কমিশন গঠন করা হলে নিবন্ধন নয়, চাকরি পরীক্ষার আদলে পরীক্ষা নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রচলিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আবশ্যিক অংশে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ২৫ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন করা হয়। ১০০ নম্বরের লিখিত হয় ঐচ্ছিক বিষয়ে। ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) 'ঠিক রেখে বিসিএসের আদলে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে। বিষয়ের সংখ্যা যেমন বাড়তে পারে, বাড়তে পারে লিখিত পরীক্ষার পূর্ণ মানও। আর এ পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর তোলা কঠিন কোনো বিষয় নয়। চাকরি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার প্রাক-যোগ্যতা হিসেবে ঠিক থাকলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে এই পাস নম্বর যথেষ্ট বলে মনে হয় না। মেধাক্রম অনুসরণ করার কথা বলা হলেও পাসের নম্বর কম হলে দুর্নীতির আশঙ্কা থেকেই যায়।

এ কথা অস্বীকার করার কায়দা নেই, শিক্ষার মান অনেকাংশেই নির্ভর করে যোগ্য শিক্ষকের ওপর। যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরাই যাতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান, এটা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক মেধাবী হলেই মেধাবী প্রজন্ম পাবে বাংলাদেশ। আমরা আশা করি, এই নতুন নিয়োগ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর যোগ্য শিক্ষক পাবে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে হবে কমিশনকে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা থাকতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক ও অন্যান্য লোকবল নিয়োগে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নতুন নিয়ম হলে তা প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা না গেলে এ উদ্যোগ জলে যাবে।

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন আছে। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের কম বেতনে নিয়োগ দিয়ে থাকে। শিক্ষক নিয়োগের বেলায় কোনো বেতন কাঠামো অনুসরণ করে না। এমপিওভুক্ত না হলে শিক্ষকদের এ সমস্যায় পড়তে হয় বেশি। ক্লাসে পাঠদানের চেয়ে তাই তারা প্রাইভেট টিউশনির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো প্রণয়নও জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এ বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন না করলে ব্যবসায়ী মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, প্রয়োজনে অনুমোদন বাতিল করা হবে, এমন বিধি রাখতে হবে নতুন আইনে।

বেতন কম হলেও অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের অনেক বেশি ক্লাস নিতে বাধ্য করেন। এমন প্রতিষ্ঠানও দেখেছি, একনাগাড়ে ক্লাসের মাঝখানে কোনো বিরতি নেই। বেশি চাপ থাকায় শিক্ষকরা ক্লাসে ভালোভাবে পড়াতে পারেন না। এসব বিষয় তদারকি করাও কমিশনের আওতায় আনতে হবে। যোগ্য শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান ও সম্মানী তাদের ক্লাসে ভালো পাঠদানে উৎসাহিত করতে পারে। আমরা আশা করতে পারি, এই নতুন নিয়োগ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের গুণগত মান আরও বাড়বে।

mohsina.hossaindu@gmail.com